47

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 APR 1996
পৃষ্ঠা ৭০ কলাম ৩

ডেটলাইন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র বিক্ষোভের নেপথ্য কাহিনী

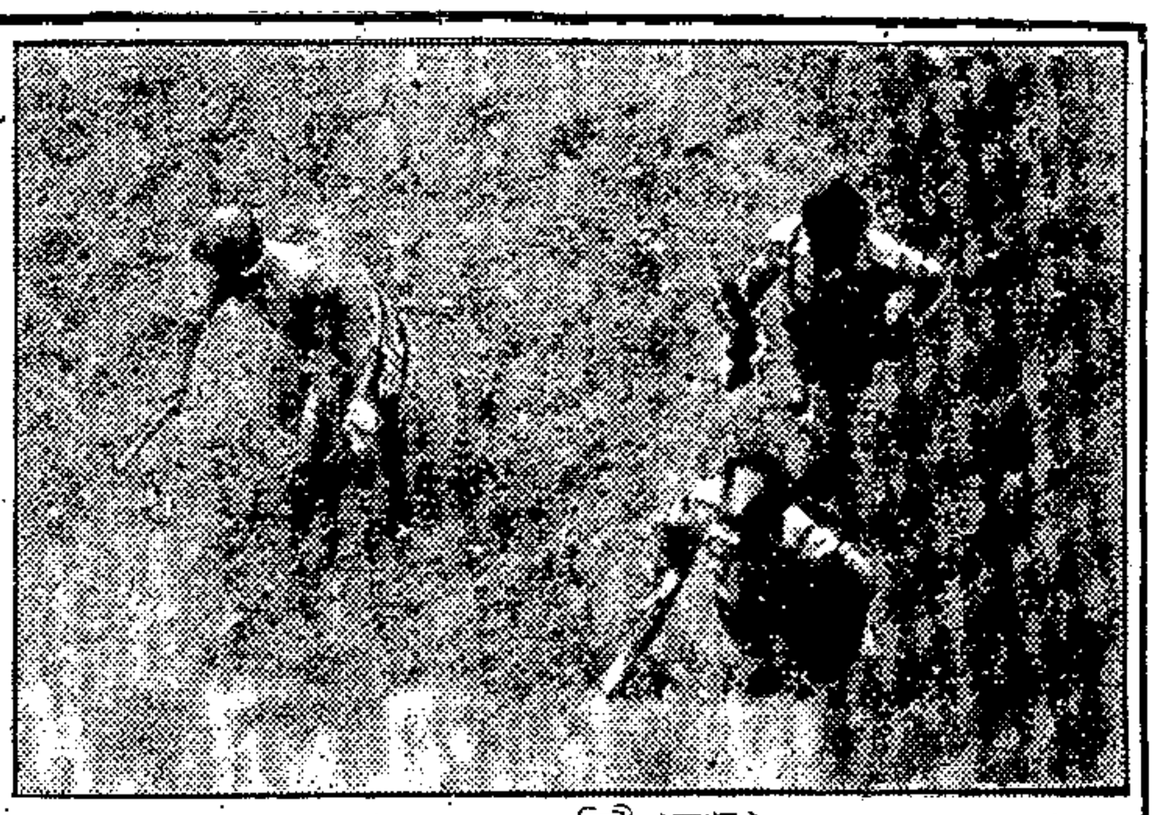

ক্যাম্পাসে পুলিশী একশন

১৯৯৫-এর ১৬ই ডিসেম্বর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য-শিবির সংঘর্ষের কারণে বন্ধ ঘোষিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি তিন দফা বাড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলে ২রা মার্চ। মাত্র ৪ দিন ক্লাস হবার পর শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এ সময় ছাত্রদলের হাতে নাজেহাল হন অসহযোগ সমর্থনকারী গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের কয়েকজন শিক্ষক। শিক্ষক সমিতির নিকট শিক্ষকবৃন্দ সরাসরি ছাত্রদল নেতাদের নামে অভিযোগ করেন। বিএনপি সমর্থিত 'সোনালী দল'-এর শিক্ষকবৃন্দ সমিতির নিকট পাল্টা অভিযোগ করেন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে। কারণ ঃ অসহযোগের সময় ক্লাস নেয়ায় ছাত্রলীগ ও শিবির নেতারা তাদের নাজেহাল করেছে।

শিক্ষক সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত হয় সকল সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে মৌন মিছিল হবে ৭ই এপ্রিল। আশ্চর্যজনক এবং বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে আহূত মিছিলে আসেননি সোনালী দলের শিক্ষকবৃন্দ। উপরন্তু উপাচার্যের সরাসরি নির্দেশে শিক্ষক সমিতির মিছিলের ছবি আটকে দেয়া হয় যদিও পরবর্তী সময়ে উপাচার্য ছবির নেগেটিভ দিতে বাধ্য হন। এদিকে ১লা এপ্রিল গ্রেফতার হন শিবির বিরোধী সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃত্বদানকারী বাকসু জি,এস ও বাকৃবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সামছুল আলম তোফা। এ কারণে 'জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সমাজ' নাকি 'জয় বাংলা' ও মৌলবাদী শিক্ষকদের ওপর নাখোশ ছিলেন।

যাহোক, তোফা গ্রেফতারে পর ছাত্রদল শুরু করে ধর্মঘট যদিও 'তোফা'র মুক্তি চেয়ে 'সিঙ্গার কাপ' ক্রিকেটই সে সময়ে ধর্মঘট ডাক দেয়ার প্রধান কারণ ছিল বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ধর্মঘট এবং শিক্ষকদের কাদা ছোড়াছুড়ির মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের বিভিন্ন পর্বের নয়টি চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হয় যেগুলো শুরুর কথা ছিল ১৫ই এপ্রিল। পরীক্ষাসমূহের মধ্যে ছিল কৃষি অনুষদের তৃতীয় পর্ব (সেশন ১৯৯১-৯২)-এর চূড়ান্ত পরীক্ষা যা হবার কথা ছিল '৯৫-র সেপ্টেম্বরে। এ সেশনে রয়েছেন ছাত্রদের নেতৃবৃন্দ। হুট করেই ১৪ই এপ্রিল ছাত্রদল তোফার মুক্তির দাবিতে ১৫ই এপ্রিল হরতালের ডাক দেয়। এবং জানিয়ে দেয়, ক্লাস পরীক্ষা কিছুই হবে না।

প্রকৃতপক্ষে এই ধর্মঘটের কারণ ছিলো ছাত্রদলের কতিপয় নেতার পরীক্ষার প্রস্তুতি না থাকা। যদিও এ সকল নেতা এক বছর ডিগ্রীতে তিন বছরের সমান সময় নিচ্ছেন আর সেশনজটের জগদ্দল পাথর চাপাচ্ছেন সাধারণ ছাত্রদের ওপর। এ নিয়ে ছাত্রদলেই বিভক্তি দেখা দেয়। বড় অংশ কর্তৃপক্ষকে চাপ দেয় পরীক্ষা নেবার আর ক্ষুদ্র অংশ (শোনা যায় মাত্র ৩ জন) ঘোষণা দেয়, পরীক্ষা হবে না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাধারণ ছাত্ররা যোগাযোগ করে জানতে পারে ১৫ই এপ্রিল পরীক্ষা হবে। কিন্তু পরীক্ষার হলসমূহে গিয়ে সাধারণ ছাত্ররা দেখতে পায় ছাত্রদলের মুখচেনা কিছু ক্যাডার লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের কেউ নেই। ক্ষিপ্ত ছাত্ররা এসে আগুন দেয় উপাচার্যের বাসভবনে। ভাঙচুর করে প্রশাসনিক ভবন।

উল্লেখ্য, ১২২ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরুর তারিখ ছিল ১৫ই এপ্রিল। উপাচার্যের বাসভবনে অগ্নিসংযোগের সময় কতিপয় 'সুযোগ সন্ধানী শিক্ষক নেতাকে' ছাত্ররা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

ছাত্রদের আড়ালে ছাত্রদলের সমর্থকরা গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের শিক্ষকদের বাসভবন ভাঙচুর করে। বিএনপি পন্থী সোনালী দলের কয়েকজন শিক্ষকের বাসভবন ভাঙচুর হয়। জানা গেছে, ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল শিক্ষকদের মধ্যেও সংক্রামিত এবং এ সুযোগ এক গ্রুপ অপর গ্রুপের শিক্ষকদের ওপর প্রতিশোধনিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার জন্য দায়ী কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কোন কোন শিক্ষক সরাসরি বহিষ্কার না করে ছাত্রদের লঘু কোন শাস্তি দেয়ার পক্ষপাতি। তবে এ সবের পেছনে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ও গোষ্ঠী স্বার্থ কাজ করছে বলে জানা গেছে। 'বিশেষ দলের নেতা' কোন ক্লাস না করেও পাস করে যাচ্ছে আর সাধারণ ছাত্রটি সারাবছর ক্লাস করেও ফেল করছে।

এ দু'দিনের ঘটনার পর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ১৬ই এপ্রিল উপাচার্য ও শিক্ষকদের রক্ষায় পুলিশ ছিল। ১৫ই এপ্রিল তথাকথিত হরতালের দিন পুলিশ ছিল না কেন? হরতালের দিন মাত্র গোটা দশেক পুলিশ হলেই এ অনভিপ্রেত ঘটনা এড়ানো যেত। কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছেন, পুলিশ চেয়েও পাওয়াযায়নি।

'৯১ থেকে '৯৬ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় আড়াই বছর বন্ধ ছিল। প্রত্যেকটি ঘটনায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চরম ব্যর্থতার পরিচয়দিয়েছেন।

❑ সুশোভন মিত্র

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এ শিক্ষকরা কখনো 'জয় বাংলা' আবার কখনো 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'-এর দলে। সাধারণ ছাত্ররা যে এ রকম ক্ষিপ্ত হতে পারে তা বোধ হয় বাকৃবি প্রশাসনের উঁচু পদসমূহে আসীন শিক্ষক নামের কতিপয় ব্যক্তি বুঝতে পারেননি। বেগতিক অবস্থায় অনেককে তখন 'পলায়ন' করতে দেখা যায়। কয়েকজন তো বলেই ফেলেন 'আমরা ব্যর্থ'। যদিও পদত্যাগের কথা কেউ ঘূর্ণাক্ষরেও বলেননি। কারণ তাতে সুযোগ-সুবিধা যে নষ্ট হয়ে যাবে।

ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের সময় বহু ছাত্রকে হাউমাউ করে কাঁদতে দেখা গেছে। সেশনজটের চাপ সামলাতে পারনে না তাদের দরিদ্র পিতা বা অভিভাবকরা। অপর দিকে চাকরির বয়সও চলে যাচ্ছে।

১৬ই এপ্রিল সকাল আটটা। ছাত্ররা ক্লাসে এসে দেখে অনুষদ ভবন তালাবদ্ধ। কারণ ১৫ই এপ্রিল সন্ধ্যায় শিক্ষক সমিতি এক জরুরি সভায় উপাচার্যের বাসভবন ভাঙচুরের প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকে। হাজার হাজার ছাত্র মিছিল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলে পুলিশ নির্বিচারে টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়া শুরু করে।